নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে আন্দোলন ভাঙার ষড়যন্ত্র রুখতে সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে আসুন

এস ইউ সি আই-এর আবেদন

বন্ধুগণ,

নন্দীগ্রামের বীর জনগণ ছয়মাস ধরে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী কুখ্যাত কার্জনের ঢংয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 'কোন আপত্তি শুনব না, নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবেই'। নন্দীগ্রামের জনগণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব ও সরকারের উদ্ধত মাথাকে নত করিয়ে 'নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবে না' মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে বাধ্য করিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ এক অসাধারণ জয়। কিন্তু এই জয় সহজে অর্জিত হয় নি, এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। কত রক্ত দিতে হয়েছে, দিতে হয়েছে কত প্রাণ, কত নারী ধর্ষিতা হয়েছেন, আহত-পঙ্গু হয়েছেন আরও কত মানুষ! এতসবের বিনিময়েই এই অর্জিত জয়।

নন্দীগ্রমের এই সংগ্রামী জনগণের কেউই কোন কলেজ-ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী নন। প্রায় সকলেই অতি স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গরিব চাষী-ক্ষেতমজুর-ভাগচাষী-দিন মজুর নারী ও পুরুষ। কিন্তু সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এঁরাই দেখিয়ে দিলেন যথার্থ মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদাবোধ কাকে বলে! আজ এ রাজ্যে ও ভারতবর্ষের গ্রামে-শহরে ঘরে ঘরে শোষণে-অত্যাচারে-অবিচারে নিপীড়িত কোটি কোটি মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, চোখের জলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, অদৃষ্টকে দায়ী করছেন, বাঁচার পথ হিসাবে কল্পিত ভগবানের কাছে মৃত্যু কামনা করছেন, অনেকে আত্মহত্যাকেই বেছে নিচ্ছেন। সংগ্রামী নন্দীগ্রাম দেখিয়ে দিল সত্যিকারের বাঁচার পথ কোথায়! দেখিয়ে দিল কোনও দাবী আদায় করতে হলে, কোনও অত্যাচার-অন্যায়কে রুখতে হলে, দয়া-দাক্ষিণ্য-ভিক্ষা চেয়ে নয়, আবেদন- নিবেদন করে নয়, নির্ঝন্ধাট ও গাবাঁচানো প্রতিবাদ করে নয়, মামুলি অবস্থান-অনশন করেও নয়, চাই সংগ্রামী চেতনা, চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ নৈতিকতায় বলীয়ান মরনপণ স্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাই নন্দীগ্রাম সমগ্র দেশে, এমনকি বিদেশেও শোষিত অত্যাচারিত জনগণের কাছে এক প্রেরণাদায়ক বহুল আলোচ্য নাম। আজকের লড়াইয়ের এই ঝঞ্ঝাবহুল স্তর ভবিষ্যতে না থাকলেও নন্দীগ্রাম যে গণসংগ্রামের অতি উজ্জল অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে দিয়ে গেল, আগামী দিনে এ রাজ্যে ও দেশের প্রান্তে প্রান্তে গণআন্দোলনের পথকে তা আলোকিত করে যাবে। অন্যদিকে এই সংগ্রামী নন্দীগ্রাম দেশিয় পুঁজিবাদ-বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের বিশ্বস্ত সেবক কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম সহ সরকারী দলগুলির কাছে অত্যন্ত আতঙ্কেরও নাম।

নন্দীগ্রামের সংগ্রাম পুনরায় দেখিয়ে দিল নারীরাও, অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলারাও কত বড় সংগ্রামের শক্তি। সাহসে-তেজে-সংগ্রামী দৃঢ়তায়-আত্মোৎসর্গে কোন অংশেই তাঁরা পুরুষের থেকে কম নয়, বরং কখনও কখনও আগুয়ান। তাই ক্ষিপ্ত সিপিএম-এর ক্রিমিন্যাল বাহিনী এই সংগ্রামী মহিলাদের শায়েস্তা করার জন্য, ভবিষ্যতে কোথাও যাতে মহিলারা সংগ্রামে এগিয়ে না আসে এমনভাবে আতঙ্কিত করার জন্য, তাঁদের পিতা-সন্তান-স্বামীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য নির্বিচারে চালিয়েছে ঘৃণ্য মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আগামী দিনে গণআন্দোলন দমনে খুন-জখম-জেল হাজতবাসের সাথে এই ধর্ষণ কান্ডও চালাবে এই বর্বর রাষ্ট্র, সরকার ও শাসক দলগুলি, যার পথ প্রদর্শক হয়ে থাকল এরাজ্যের সিপিএম নেতৃত্ব। আন্দোলনে নিহত শহীদ ও আহত মানুষদের মতই এই ধর্ষিতা নারীদেরও গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে, নাহলে আমরা মানুষ নামের অযোগ্য। এই বীরাঙ্গণারা অকলঙ্কিত সংগ্রামী চরিত্রের উজ্জ্বল প্রতীক। জনগণের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আজ বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, দেশবন্ধু ও নেতাজীরা বেঁচে থাকলে এই নারীদের বুকে টেনে নিয়ে সস্নেহে চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানিতে, পূর্ব ইউরোপে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে যে বীর মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছেন, চীনে ও ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে যে যোদ্ধা নারীরা ধর্ষিতা হয়েছেন, তাঁদের সেই দিন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক মহান স্ট্যালিন, মহান মাও-সে-তুং এবং মহান হো চি মিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্টরা সমাজে গভীর শ্রদ্ধায় অভিসিক্ত করেছেন। আমরাও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। জনগণের কাছেও একই আবেদন জানাচ্ছি।

নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের এই আন্দোলন সিপিএম নেতৃত্ব গণআন্দোলন দমনে যে কত নৃশংস, কত হিংস্র ও বর্বর শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা দেখিয়ে করে দিয়ে গেল। মার্কসবাদের আলখাল্লা পরা জন্মলগ্ন থেকে মার্কসবাদবর্জিত, বামপন্থাবিচ্যুত

এই দলটি পশ্চিমবঙ্গ সহ তিনটি রাজ্যে গদী রক্ষার স্বার্থে ও কেন্দ্রীয় সরকারে আরও প্রাধান্য বৃদ্ধির লালসায় দেশিয় পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কংগ্রেস, বিজেপির তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণে উদগ্রীব হয়ে কত মিথ্যা, কপটতা, প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে এবং নির্মম ফ্যাসিস্ট অত্যাচার চালাতে পারে, ইতিপূর্বে এ রাজ্যের অনেকেই এতটা ভাবতে পারে নি। এই আন্দোলন দমনে সিপিএম শুধু পুলিশ শক্তিই নয়, সশস্ত্র ক্রিমিন্যাল শক্তিও ব্যবহার করেছে। হলদিয়া যাতায়াতের ফেরী বন্ধ রেখে এবং কলকাতার মেটিয়াবুরুজগামী বাসযাত্রীদের আটকে দিয়ে অঘোষিত অর্থনৈতিক অবরোধও চালিয়েছে, যা ইতিপূর্বে এদেশে দেখা যায় নি।

এ আন্দোলন দেখিয়ে গেল পূর্বের কংগ্রেস শাসন এবং বর্তমানে ৩০বছরের সিপিএম শাসনে অনেক ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণ করেও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিবেক ও মনুষ্যত্বের সবটা এরা ধ্বংস করতে পারে নি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন বলেছিলেন- সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠী হাজার আক্রমণ করেও একটা জাতির, একটা দেশের মনুষ্যত্ব সবটা ধ্বংস করতে পারে না, এই মনুষ্যত্বের জোরেই মানুষ আবার শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে, লড়াই করে। এটা যে কত বড় সত্য এবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রাম তা প্রমাণ করল। পুঁজিবাদ একদিকে মানবিক মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করে মানুষকে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়, আত্মসর্বস্বতায় ও রুচিহীন ভোগবাদের স্রোতে নিমজ্জিত করে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন, স্নেহ-মমতা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ ও ন্যায়-নীতি সব কিছুকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে প্রতিবাদী মনুষ্যত্বকে একেবারে শেষ করার জন্য মদ-জুয়া-সাট্টা-ক্যাবারে ড্যান্স-কুৎসিত যৌন সাহিত্য - ব্লু ফিল্ম, যৌন শিক্ষা ইত্যাদিতে দেশের যুবশক্তিকে আসক্ত ও মত্ত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে এ রাজ্যে ও সমগ্র দেশে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের পক্ষে ও অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রবল আন্দোলন নূতন আশার আলো হিসাবে দেখা গেল। সিপিএমের বহু সৎ কর্মী সমর্থকেরাও এতদিনের মোহ, অন্ধতা ও সুবিধার বন্ধন ছিন্ন করে যেভাবে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সামিল হল সেটাও ভরসা জাগায়। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসাবিদরা যেভাবে এবার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেটাও প্রেরণা যোগায়।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলতেন, শুধু লড়াই করলে, জীবন কোরবানি করলেই হবে না, আন্দোলনের সাফল্যের জন্য চাই সংগ্রামী নেতৃত্ব, চাই স্থায়ী সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী ও নৈতিক বল। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোয় সেটা আবার প্রমাণিত হল। সিঙ্গুরের লড়াই নন্দীগ্রামের জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু নন্দীগ্রাম দাবী আদায় করতে পেরেছে, যা এখন পর্যন্ত সিঙ্গুর পারল না। এর জন্য দায়ী সিঙ্গুরের প্রধান শক্তিশালী দল তৃণমূল। কেন্দ্রে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে এক দলকে ক্ষমতায় বসায়, অপরকে 'দায়িত্বশীল অপজিসানে' রাখে, কিন্তু উভয়কেই অর্থ ও প্রচার দিয়ে পুষ্ট রাখে এ রাজ্যেও আগে কংগ্রেসকে সরকারে বসিয়ে তারা সিপিএমকে অপজিসনে রাখত, এখন সিপিএমকে গদীতে বসিয়ে তৃণমূলকে 'দায়িত্বশীল অপজিসন' হিসাবে রেখেছে। বুর্জোয়ারা চায় সরকারী দল বুর্জোয়া স্কীমগুলি কার্যকর করবে, আর তাদের মনোনীত বুর্জোয়া দল পার্লামেন্টারী ফোরামে জনগণের বিক্ষোভ নিয়ে হৈ চৈ করবে। বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণের বিক্ষোভকে বিপ্লবী দল কিছুতেই যেন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সচেতন, সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ স্থায়ী আন্দোলনে রূপ দিতে না পারে। তাই ওদের বিশ্বস্ত অপজিসান পার্টিকে প্রচার ও ব্যাকিং দিয়ে আন্দোলনের সামনে নিয়ে আসে যাতে আন্দোলনের নামে কিছু মিটিং-মিছিল-পদযাত্রা-অবস্থান-অনশন এবং বড়জোর ২/১টা বন্ধ-এর গন্ডীর মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ থাকে এবং বিরোধী দল যাতে ভোটে ফয়দা তুলতে পারে, এটাই পুঁজিবাদের প্রতি দ্বয়িত্বশীলতা । সিঙ্গুরে প্রথমদিকে এস ইউ সি আই-এর অল্প সংখ্যক কর্মী আন্দোলন গড়ে তুলে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও এম-এল-এ, পঞ্চায়েতের শক্তিতে বলীয়ান তৃণমূল বেশীদূর এগোতে দেয়নি। আমাদের একক প্রচেষ্টায় কিছু গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলায় কয়েকদিন জমি রক্ষায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেয়েও সিঙ্গুরের নারী-পুরুষেরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল, সমগ্র সিঙ্গুর এলাকায় বিস্তার ঘটিয়ে এই সংগ্রামকে আরও চালিয়ে যাওয়া যখন একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং আমরা যখন সে উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেই সময় তৃণমূল নেতৃত্বের অনশন এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সিঙ্গুরে লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই, নেতৃত্বের অনশনই সবকিছু আদায় করে দেবে, এমন প্রত্যাশা জাগালো, সেখানকার লড়াই থামানো হলো, আর সেই সুযোগে পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিন্যালরা জমি দখল করে বেড়া বাঁধতে নেমে গেল। অথচ সিঙ্গুর যেভাবে লড়াই শুরু করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যেভাবে সমর্থনে আন্দোলনে নেমেছিল, ঠিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেলে ওখানেও সরকার জমি দখল করতে পারতনা। নন্দীগ্রামে আমাদের দলের শক্তি সিঙ্গুরের তুলনায় অনেক বেশি এবং অনেক আগে থেকেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা নেমেছিলাম। আর এখানে তৃণমূলের শক্তি সিঙ্গুরের মত ছিল না, জমিয়তে উলেমা হিন্দের লোকজনও আন্দোলনে সক্রিয়

ছিলেন। এরফলে তৃণমূল সিঙ্গুরের মত অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে নি। যদিও শিল্পপতিদের নির্দেশে তৃণমূলের সর্বদলীয় বৈঠকে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় যোগদান জনরোষে কোনঠাসা সিপিএমকে 'শান্তিকামীর তকমা' লাগাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বর্তমানে তৃণমূল নেতৃত্ব শিল্পপতিদের স্বার্থে নন্দীগ্রামে আরেকটা ক্ষতি করতে চলেছে। উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির দাবি হচ্ছে,

১। অভিযুক্ত খুনি ও ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, ১৪মার্চের হত্যা ও ধর্ষণকান্ডের জন্য দায়ী পুলিশ কর্তাদের শাস্তি দিতে হবে, ২। নন্দীগ্রাম সীমান্তের খেজুরি থেকে সিপিএম ক্রিমিন্যালদের বোমা ও গুলি বর্ষণ বন্ধ করতে হবে, ৩। নিহত ও আহতদের পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৪। আন্দোলনকারীদের উপর আনীত মিথ্যামামলা প্রত্যাহার করতে হবে। কমিটির সিদ্ধান্ত এই দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত সরকার ও সিপিএম দলের সাথে কোন বৈঠক হবে না ও এলাকার ভিতরে অত্যাচারী পুলিশকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণপ্রতিরোধের ভয়ে পুলিশ ঢুকতে সাহসও করছে না। খেজুরি সংলগ্ন সীমান্ত বাদ দিলে নন্দীগ্রামের সর্বত্র আইন শৃঙ্খলা বিরাজ করছে, যা অন্যত্র থানা-পুলিশ থাকা সত্বেও নেই। আজ ৬মাস ধরে নন্দীগ্রামের ভিতরে পুলিশী শাসন নেই, অথচ চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি কোন কিছুই নেই, হাট-বাজার, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, যানবাহন অবাধে চলছে। গণআন্দোলনের নৈতিক শক্তি যে কত শক্তিশালী সমগ্র দেশে এই নজিরবিহীন ঘটনা সংগ্রামী নন্দীগ্রাম উপস্থিত করেছে। এতে আতঙ্কিত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও সরকারী দলগুলি। কারন ৬মাস ধরে একটা থানা পুলিশের শাসনের বাইরে, গণআন্দোলন তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে যেভাবেই হোক পুলিশকে ঢোকাতেই হবে। সরাসরি ঢোকাতে গেলে প্রবল গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। তাই সিপিএম নূতন কৌশল নিচ্ছে। 'ঘরছাড়া' ইস্যুটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেখাচ্ছে। জনরোষের ভয়ে যে খুনি ও ধর্ষণকারী এবং তাদের সাগরেদরা সপরিবারে ঘর ছেড়েছিল তাদের সংখ্যা মাত্র ৩০০জন, এ হিসাব রাজ্য সরকারের। আন্দোলনকারীরা আশ্বস্ত করেছে অভিযুক্ত ছাড়া সকলেই নিরাপদে আসতে পারবে। ইতিমধ্যে অনেকে ফিরেও এসেছে। কিন্তু সিপিএম চাইছে এদের সঙ্গে অভিযুক্ত ক্রিমিন্যালদেরও ঢোকাতে। একদিকে খেজুরির ক্রিমিন্যাল ক্যাম্প থেকে হামলা চালিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে ১৪ই মার্চের বর্বরতায় ধিক্কৃত পুলিশ 'নিরপেক্ষ শান্তি রক্ষার প্রহরীর' রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করে পুলিশ 'শান্তি' রক্ষার অছিলায় নন্দীগ্রামে ঢুকে অভিযুক্ত ক্রিমিন্যালদেরও ঢোকার রাস্তা করে দেবে। আর এভাবেই সংগ্রামী নন্দীগ্রাম, যে সিপিএম নেতৃত্বের চোখে বিপজ্জনক 'বাঘ', তাকে খাঁচায়'বন্দী' করে 'ঘাস খাওয়াবে', সম্প্রতি এই ঘোষণা সেই সিপিএম নেতা করেছেন যিনি 'নন্দীগ্রামকে চর্তুদিক ঘিরে ওদের জীবন নরক বানিয়ে দেওয়া হবে' বলে হুমকি দিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ১৪ মার্চের বীভৎস অত্যাচার সংগঠিত হয়েছিল। সিপিএম নেতৃত্ব অতি ধূর্ততার সাথে এই স্কীম কার্যকর করার ষড়যন্ত্র করছে। এ অবস্থায় তৃণমূল নেতৃত্ব তথাকথিত শান্তি আলোচনার বৈঠকে যোগ দিয়েই শুধু ক্ষতি করেছেন তাই নয়, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতে আলোচনা না করে ও সিদ্ধান্ত না নিয়ে মেদিনীপুরে সিপিএম নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলাদা কথাবার্তা তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের দিয়ে করাচ্ছেন এবং নন্দীগ্রামের ভেতরে পুলিশ ক্যাম্প বসাবার রাস্তা করে দিচ্ছেন ও সংবাদমাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করাচ্ছেন যেন ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা ঘটছে। সিপিএম ও প্রশাসন এই সুযোগে ভূমিউচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে বাদ দিয়ে তৃণমূলের সাথে বৈঠক করছে , এর ফলে নন্দীগ্রামে আন্দোলনে অর্জিত বিরাট সাফল্যও আজ বিপন্ন হতে চলেছে। তৃণমূলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে তাঁরা নেতৃত্বকে এই সব ক্ষতিকারক কাজ থেকে বিরত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি তাঁরা যেন সিপিএমের এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে নন্দীগ্রামের জনগণকে সাহায্য করেন। জনগণের কাছে আবেদন, কেড়ে নেওয়া কৃষিজমি ফেরৎ পাবার দাবিতে সিঙ্গুরের জনগণ যে আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাকেও জয়যুক্ত হতে যেন সাহায্য করেন। শেষ পর্যন্ত সিঙ্গুরের তাপসীর একজন খুনি ধরা পড়েছে, অথচ সিপিএম নিহত কিশোরীর চরিত্র হনন করে আত্মহত্যা বলে চালাবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখন আত্মরক্ষার্থে ধৃত সম্পর্কে সিপিএম নেতৃত্ব বলছে, 'ও দলের কেউ নয়, মাঝে মাঝে দলের কাজ করত'। স্থানীয় সিপিএম সম্পাদককেও তলব করা হয়েছে। মুখে যাই বলুক এই ধর্ষণকারী ও খুনীদের বাঁচানোর জন্য তলে তলে সিপিএম সবকিছু করবে। জনগণকে এ ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

এস ইউ সি আই